ব্যবসায় সংগঠন
Business Organization

২

পূর্বের ইউনিটে আমরা বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায় (Business) সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এসব ব্যবসায় সাফল্যের সাথে এবং শৃংখলাবদ্ধ উপায়ে পরিচালনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রয়োজন। ব্যবসায়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দেওয়া হয় সংগঠন (Organization) এর মাধ্যমে। তাই ব্যবসায় সংগঠন সম্পর্কে আমাদের পূর্ণাঙ্গ ধারণা থাকা আবশ্যক। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ ইউনিটে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করবো:

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০১ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ২.১: সংগঠন ও শ্রেণিবিভাগ
পাঠ - ২.২: ব্যবসায় সংগঠনের উপাদান ও ব্যবসায় পদ্ধতি

পাঠ ২.১ সংগঠন ও শ্রেণিবিভাগ
Organization and Classification

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যবসায় সংগঠন কী তা বলতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকারের ব্যবসায় সংগঠন সম্পর্কে বলতে পারবেন।

যে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বহুবিধ কার্যক্রম চালাতে হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের এই যে বহুমাত্রিক এবং বহুবিভক্ত কর্মপ্রচেষ্টা তা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলে লক্ষ্য অর্জন অত্যন্ত কঠিন। তাই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টাকে একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে একসূত্রে গ্রথিত করে নিতে হয়। প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয় সাধনের এ প্রক্রিয়াকে ব্যবসায় সংগঠন বলে। এ সংগঠন বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। ব্যবসায় আরম্ভ করতে হলে বিভিন্ন উপাদান, পরিবেশের প্রভাব ইত্যাদি বিষয় বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হয়। এ ইউনিটে আমরা ব্যবসায় সংগঠন এবং বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করবো। পরবর্তী ইউনিটে আমরা সকল ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

ব্যবসায় সংগঠনের সংজ্ঞা
Definition of Business Organization

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় মাল-মশলা সংগ্রহ করতে হয়, শ্রমিক কর্মী নিয়োগ করতে হয়, মূলধন ও প্রযুক্তির সংস্থান করতে হয় এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের জন্য প্রতিটি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের এ বিভিন্নমুখী কর্মপ্রচেষ্টার একত্রীকরণ ও সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়াই ব্যবসায় সংগঠন। অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভূমি, শ্রম, মূলধন, প্রযুক্তি ইত্যাদি উপকরণসমূহ সংগ্রহ ও সেগুলো সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়াকে ব্যবসায় সংগঠন বলে। ব্যবসায় সংগঠন সম্পর্কে কয়েকজন প্রথিতযশা ব্যক্তির সংজ্ঞা নিম্নে দেওয়া হলো:

- **Koontz and O` Donnel** (কুঞ্জ এবং ও' ডোন্যাল)- এর মতে "সংগঠন হলো একটি সম্পর্কের কাঠামো যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক উপকরণাদি সমবেত করা হয় এবং সকল উপকরণাদি ঘিরে ব্যক্তির প্রচেষ্টাবলি সমন্বিত করে।" [Organisation is a structural relationship by which and enterprise is bound together and the framework in which individual effort is coordinated.]
- **J. W. Schulze** (জে. ডাব্লিউ সুলজ) এর মতানুসারে "প্রত্যাশিত কতিপয় উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় জনশক্তি, কাঁচামাল, হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি, কাজের স্থান ও আনুষঙ্গিক বস্তুসমূহের সম্মিলনে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও কার্যকরণসহ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাই ব্যবসায় সংগঠন।" [A business organization is a combination of necessary beings, materials, tools, equipment, working space and appurtenance brought together in a systematic nadk effective correlation to accomplish some desired object.)
- এ প্রসঙ্গে **L. H. Haney** (এম. এইচ. হ্যানি) বলেন, "কোনো সাধারণ উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যাবলি অর্জনের জন্য ব্যবসায়ের বিশেষ বিশেষ অংশ বা উপাদানসমূহকে সুষ্ঠুভাবে সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়াকে সংগঠন বলে।"

[Organisation is a harmonious adjustment of specialized parts for accomplishment of some commen purpose or purposes.]

উল্লিখিত আলোচনা ও সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক আমরা বলতে পারি, প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, যেমন-ভূমি, শ্রম, মূলধন, প্রযুক্তি, কৌশল ইত্যাদি বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টাকে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে একসূত্রে গ্রথিত করার প্রক্রিয়াকে ব্যবসায় সংগঠন বলে।

ব্যবসায় সংগঠনের শ্রেণিবিভাগ

Classification of Business Organization

ব্যবসায়ের সূচনা লগ্নে যে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড প্রচলিত ছিল তা সবই ছিল একমালিকানাধীন। কিন্তু সময়ের সিঁড়ি বেয়ে ব্যবসায়ের ধরনে এসেছে বৈচিত্র্য। মানুষের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন ব্যবসায় সংগঠন। ব্যবসায়ের প্রকৃতি, মালিকানা, কার্যক্ষেত্র, আয়তন ইত্যাদিভেদে ব্যবসায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। মালিকানার উক্তি অনুসারে ব্যবসায় সংগঠনকে নিম্নোক্ত শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়:

১. একমালিকানা ব্যবসায়
২. অংশীদারি ব্যবসায়
৩. কোম্পানি সংগঠন
৪. সমবায় সমিতি
৫. ব্যবসায় জোট
৬. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়
৭. যৌথ উদ্যোগমূলক ব্যবসায়

এখানে সংক্ষেপে বিভিন্ন ব্যবসায় সংগঠন সম্পর্কে আলেচনা করা হলো। পরবর্তীতে এগুলো সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

১. **একমালিকানা ব্যবসায় (Sole proprietorship business):** যে ব্যবসায় সংগঠন একজন মাত্র মালিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে একমালিকানা ব্যবসায় বলে। ব্যবসায়ের মালিক নিজেই এ ব্যবসায়ের সব ধরনের ঝুঁকি বহন করেন এবং লাভ লোকসানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ ব্যবসায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-
   ক. একজন মাত্র ব্যক্তি এ ব্যবসায়ের মালিক;
   খ. ব্যবসায়ের ঝুঁকি ও লাভ লোকসানের দায়িত্ব মালিকেরই;
   গ. এর পৃথক আইনগত সত্তা নেই;
   ঘ. এ ব্যবসায়ে মালিকের দায় অসীম।
২. **অংশীদারি ব্যবসায় (Partnership business):** দুই বা ততোধিক ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ হয়ে নিজেদের মধ্যে মুনাফা বণ্টনের নিমিত্তে যে ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তোলে তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে। এ ব্যবসায়ের সদস্য সংখ্যা ২-২০ জন এবং ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে ২-১০ জন। এ ব্যবসায় মালিকের পরিচালনাধীনে কিংবা সকলের পক্ষে একজন কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে। এর মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এ সংগঠন-
   ক. চুক্তি অনুযায়ী সঠিত ও পরিচালিত হয়;
   খ.এর সদস্য সংখ্যা ২-২০ জন (ব্যাংকিং এ ২-১০ জন);
   গ. অংশীদারদের দায় অসীম;
   ঘ. চুক্তি অনুসারে এর লাভ লোকসান বণ্টিত হয়।
৩. **কোম্পানি সংগঠন (Company organisation):** কতিপয় ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মিলিত হয়ে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সম্মিলিতভাবে পুঁজি সরবরাহ করে সীমাবদ্ধ দায়ের ভিত্তিতে যে ব্যবসায় গঠন করে তাকে কোম্পানি সংগঠন বা

যৌথ মূলধনী কোম্পানি বলে। কোম্পানি সংগঠন দুই প্রাকর। (১) পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ও (২) প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। কোম্পানি সংগঠনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

ক. শেয়ারহোল্ডারদের দায় সীমাবদ্ধ;
খ. সদস্য সংখ্যা প্রাইভেট কোম্পানি ২-৫০, পাবলিক কোম্পানি ৭-অসীম
গ. পৃথক আইনগত সত্তা আছে;
ঘ. শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করা হয়।

৪. **সমবায় সমিতি (Cooperative society):** সমাজের শ্রমজীবী, মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্তের কতিপয় ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মিলিত হযে সমাধিকারের ভিত্তিতে নিজেদের আর্থিক উন্নতির জন্য যে ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তোলে তাকে সমবায় সমিতি বলে। মুনাফা অর্জন নয়, সদস্যদের কল্যাণসাধনই এ সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য । এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

ক. সমবায় আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়;
খ. সমতা ও গণতান্ত্রিক নীতি অনুসৃত হয়;
গ. সদস্যদের দায় শেয়ার মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ;
ঘ. পৃথক আইনগত সত্তা থাকে।

৫. **ব্যবসায় জোট (Business combination):** বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নিজেদের মধ্যে ক্ষতিকর প্রতিযোগিতার অবসান ঘটিয়ে ব্যবসায় জগতে একচেটিয়া আধিপত্য লাভের জন্য যে জোট গঠন করে তাকে ব্যবসায় জোট বলে। জোট গঠনের ফলে নিজেদের আর্থিক সংগতি বৃদ্ধি পায় এবং বৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। জোটের বিভিন্ন রূপ হচ্ছে-হোল্ডিং কোম্পানি, ট্রাস্ট, কার্টেল, উৎপাদন সংঘ ইত্যাদি। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো-

ক. জোট একাধিক প্রতিষ্টানের সম্মিলিত সংগঠন;
খ. এতে সদস্যদের স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রাখা হয়;
গ. প্রতিযোগিতার অবসানের মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত;
ঘ. পারস্পরিক ঐক্যের মাধ্যমে একচেটিয়া বাজার প্রতিষ্ঠা।

৬. **রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় (state business):** বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কল্যাণার্থে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে। সরকার কর্তৃক গঠিত বা জাতীয়করণকৃত বৃহৎ ব্যবসায়ই রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক, অস্ত্র কারখানা, বিমানবন্দর, নৌবন্দর, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, পোস্ট অফিস ইত্যাদি বৃহৎ সংগঠন রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদাহরণ। এ ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

ক. মালিকানা সরকারের হাতে ন্যস্ত;
খ. রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীনে ব্যবসায় পরিচালিত হয়;
গ. সরকারই মূলধনের যোগানদাতা;
ঘ. ব্যবসায়ের আয়-ব্যয়ের মালিক রাষ্ট্র নিজেই।

৭. **যৌথ-উদ্যোগমূলক ব্যবসায় (Joint venture):** দেশি ও বিদেশি উভয় প্রকার উদ্যোক্তদের সম্মিলিত মূলধনের সহযোগে যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে যৌথ-উদ্যোগমূলক ব্যবসায় বা Joint venture বলে। যেসব ক্ষেত্রে দেশীয় উদ্যোক্তাদের পক্ষে মূলধনের সম্পূর্ণ অংশ যোগান দেওয়া সম্ভব হয় না এবং ব্যবসায়ের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয় সেসব ক্ষেত্রে Joint venture উপযোগী। বর্তমানে এ ব্যবসায় বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে। এ ব্যবসায়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

ক. দেশি ও বিদেশি যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হয়;
খ. উভয় প্রকার উদ্যোক্তই মূলধনের যোগান দেয়;
গ. পারস্পরিক সহযোগিতা ও বৈদেশিক মুদ্রার সহজ প্রাপ্তি এ সংগঠনের বিশেষ উদ্দেশ্য;
ঘ. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয়।

সারসংক্ষেপ

প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভূমি, শ্রম, মূলধন, প্রযুক্তি ইত্যাদি উপকরণসমূহ সংগ্রহ ও সেগুলো সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়াকে ব্যবসায় সংগঠন বলে। মানুষের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন ব্যবসায় সংগঠন্ ব্যবসায়ের প্রকৃতি, মালিকানা, কার্যক্ষেত্র, আয়তন ইত্যাদিভেদে ব্যবসায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। যে ব্যবসায় সংগঠন একজন মাত্র মালিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে একমালিকানা ব্যবসায় বলে। দুই বা ততোধিক ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ হয়ে নিজেদের মধ্যে মুনাফা বন্টনের নিমিত্তে যে ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তোলে তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে। অন্যদিকে, কতিপয় ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মিলিত হয়ে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্র সম্মিলিতভাবে পুঁজি সরবরাহ করে সীমাবদ্ধ দায়ের ভিত্তিতে যে ব্যবসাকয গঠন করে তাকে কোম্পানি সংগঠন বা যৌথ মূলধনী কোম্পানি বলে এবং সমাজের শ্রমজীবি, মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্তের কতিপয় ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মিলিত হযে সমাধিকারের ভিত্তিতে নিজেদের আর্থিক উন্নতির জন্য যে ব্যবসায সংগঠন গড়ে তোলে তাকে সমবায় সমিতি বলে। এছাড়াও আরেক ধরনের ব্যবসায়িক জোট পরিলক্ষিত হয় যা ব্যবসায়িক জোট নামে পরিচিত। ব্যবসায়িক জোট ছাড়াও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিভিন্ন ব্যবসায় পরিচালিত হয়ে থাকে।

পাঠ ২.২ প্রভাববিস্তারকারী উপাদান ও ব্যবসায় পদ্ধতি
Influencing Factors and Business Method

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যবসায় সংগঠনে প্রভাববিস্তারকারী উপাদানগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যবসায় পদ্ধতি কী বলতে পারবেন।

একটি দেশের অর্থনীতিতে কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন সবচেয়ে উপযোগী বা উৎকৃষ্ট তা এক কথায় বলা সম্ভব নয়। কারণ একটি দেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ থাকে এবং সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন ধরনের উপাদান বিভিন্নভাবে ব্যবসায় সংগঠন গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এ ব্যবসায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একজন ব্যবসায়ীকে বিভিন্ন নিয়মকানুন অনুসরণ করতে হয়। এ ইউনিটে আমরা ব্যবসায়ে প্রভাববিস্তারকারী বিভিন্ন উপাদান এবং ব্যবসায় পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করবো।

ব্যবসায় সংগঠন গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রভাববিস্তারকারী উপাদানসমূহ
Factors affecting growth of business organizations

বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন পরিবেশে ব্যবসায় সংগঠন গড়ে ওঠে। কোনো দেশে ব্যবসায় সংগঠন স্থাপনের ওপর নিম্নোক্ত উপাদানসমূহ প্রভাব বিস্তার করে থাকে:

১. **প্রাকৃতিক সম্পদ (Natural resources):** ব্যবসায় সংগঠন গড়ে ওঠার ওপর দেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকলে সেসব সম্পদ ব্যবহারোপযোগী করে তোলার জন্য অধিক সংখ্যায় ব্যবসায় সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

২. **মূলধন (Capital):** মূলধন ব্যবসায় সংগঠনের পথে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কারণ একটি সংগঠন গড়ে তুলতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অর্থের সংস্থান করা সম্ভব না হলে ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তোলা যায় না।

৩. **দক্ষ উদ্যোক্তা (Skilled entreprenure):** দক্ষ উদ্যোক্তা শ্রেণির উপস্থিতি ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তোরার জন্য অপরিহার্য। কোনো কোনো দেশে বা কোনো কোনো স্থানে দক্ষ ও অভিজ্ঞ উদ্যোক্ত পাওয়া যায় না। অনেক স্থানে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানও যথেষ্ট সংখ্যায় উন্নতি লাভ করতে পারেন না।

৪. **জনসংখ্যা (Population):** ব্যবসায় সংগঠনের ওপর জনসংখ্যাও প্রভাব বিস্তার করে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারী না পাওয়া গেলে কোনো স্থানে ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তোরা দুষ্কর। আবার উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় নিশ্চিত করার জন্যও অধিক জনসংখ্যার প্রয়োজন।

৫. **ভৌগোলিক অবস্থান (Geographical location):** ব্যবসায় সংগঠন ইচ্ছা করলেই যে কোনো স্থানে স্থাপন করা যায়না। জলবায়ু, যাতায়ত ব্যবস্থা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক পরিবেশ উপযোগী না হলে ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তোলা যায় না।

৬. **সরকারি নীতিমালা (Government policies):** সরকারি নীতিমালা দ্বারাও সংগঠনের প্রসার প্রভাবিত হয়। সরকার যদি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উৎসাহ প্রদানের জন্য সহযোগিতামূলক নীতি প্রণয়ন করে ও বাস্তব পৃষ্ঠপোষকতা প্রধান করে, তাহলে ব্যবসায় সংগঠন উন্নতি লাভ করে।

৭. **আইন শৃংখলা (Law and order):** ব্যবসায় সংগঠনের বিকাশে দেশের সার্বিক আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি বিরাট ভূমিকা পালন করে। আইন-শৃংখলা স্বাভাবিক থাকলে উদ্যোক্তারা সংগঠন গড়ে তুলতে উৎসাহী হয়।

৮. **ক্রেতার সংখ্যা (Number of buyers):** ক্রেতার সংখ্যার ওপর বাজারের আয়তন নির্ভরশীল। ক্রেতা যত বেশি হয় বাজারের আয়তন ততো বৃদ্ধি পায়। যে দেশে পণ্যদ্রব্যের ক্রেতার সংখ্যা বেশি সেদেশে ব্যবসায় সংগঠনও অধিক সংখ্যায় স্থাপিত হয়।

৯. **অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Economic system):** দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর সংগঠনের বিকাশ নির্ভরশীল। ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যবসায় সংগঠনের বিকাশ সীমিত।

১০. **স্থানীয় সহযোগিতা (Local cooperation):** যেস্থানে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার জন্য চিন্তভাবনা করা হয়, সে স্থানের লোকজন ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সহযোগিতার ধরন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

ব্যবসায় পদ্ধতি কী

What is Business Method

ব্যবসায় হচ্ছে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ও সেবাসামগ্রী ইত্যাদির উৎপাদন, বণ্টন ও এ সংক্রান্ত কার্যাবলির সমন্বিত রূপ। আর পদ্ধতি হচ্ছে কোনো কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিয়মনীতি কিংবা রীতি ও পন্থা।

সুতরাং ব্যবসায় পদ্ধতি বলতে পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন, বণ্টন ও এর সহায়ক কার্যাবরি সম্পাদনের সুনির্ধারিত নিয়ম-নীতি বা পন্থাকেই বোঝায়। অর্থাৎ ব্যবসায়ের সফলতা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবসায়ীকে যে নিয়মকানুন অনুসরণ করে ব্যবসায় কার্য পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তাকে ব্যবসায় পদ্ধতি বলে।

বাস্তাবে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া পায়। যেমন-একমালিকানা ব্যবসায়, অংশীদারি ব্যবসায়, যৌথ মূলধনী কোম্পানি, সমবায় সমিতি, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় ইত্যাদি। এসব ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তুলতে হলে বিভিন্ন রকম আইনানুগ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। আবার একেক প্রকার ব্যবসায় পরিচালনার জন্য একেক ধরনের নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। একমালিকানা ব্যবসায় যে পদ্ধতিতে গঠন করা যায়, কোম্পানি সংগঠন গড়ে তুলতে হলে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। আবার এ দুটি ব্যবসায় পরিচালনার পদ্ধতিও ভিন্ন ধরনের। এসব সংগঠনের মালিক (বা মালিকগণ) তার খেয়াল খুশিমত ব্যবসায় সংগঠিত করলে কিংবা কোনো প্রকার নিয়মকানুন না মেনে ব্যবসায় সংগঠিতকরণ ও পরিচালনা করলে তার জন্য সাফল্য হবে সুদুর পরাহত। উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়ের সংগঠিতকরণ ও পরিচালনার এ পদ্ধতিগুলোকে সামগ্রিকভাবে ব্যবসায় পদ্ধতি বলা হয়।

সারসংক্ষেপ

একটি দেশের অর্থনীতিতে কোন ধরনের ব্যবসায় সংগঠন সবচেয়ে উপযোগী বা উৎকৃষ্ট তা এক কথায় বলা সম্ভব নয়। কারণ একটি দেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ থাকে এবং সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন ধরনের উপাদান বিভিন্নভাবে ব্যবসায় সংগঠন গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এ ব্যবসায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একজন ব্যবসায়ীকে বিভিন্ন নিয়মকানুন অনুসরণ করতে হয়। ব্যবসায় পদ্ধতি বলতে পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন, বণ্টন ও এর সহায়ক কার্যাবলি সম্পাদনের সুনির্ধারিত নিয়মনীতি বা পন্থাকেই বোঝায়।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. ব্যবসায় সংগঠন কাকে বলে? ব্যবসায় সংগঠনের শ্রেণিবিন্যাস লিখুন।
২. একমালিকানা ব্যবসায় কাকে বলে?
৩. অংশীদারি ব্যবসায় কাকে বলে?
৪. কোম্পানি বা যৌথ মূলধনী কোম্পানি বলতে কি বোঝেন?
৫. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় কাকে বলে?
৬. সমবায় সমিতি বলতে কী বোঝেন?
৭. ব্যবসায় পদ্ধতি কাকে বল?
৮. যৌথ-উদ্যোগমূলক ব্যবসায় কী?
৯. একমালিকানা ও অংশীদারি ব্যবসায়ের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।
১০. অংশীদারি ব্যবসায় ও কোম্পানি সংগঠনের পার্থক্য উল্লেখ করুন।
১১. একমালিকানা, অংশীদারি ও যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের মধ্যে জুয়েলারী ব্যবসায়ের জন্য আপনি কোনটি পছন্দ করবেন? কেন?
১২. প্রতিযোগিতার অবসান ঘটাবার লক্ষ্যে কোন সংগঠন করা হয়?
১৩. বৃহদায়তন ব্যবসায়ের জন্য অংশীদারি সংগঠন না কোম্পানি সংগঠন অধিক উপযোগী? আপনার যুক্তির স্বপক্ষে ব্যাখ্যা দিন।